দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 26 FEB 1988
পৃষ্ঠা 1 কলাম 2

C41

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডে অনিয়ম—৪

ব্যক্তিগত পরিচয়ই যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত

॥ জাকারিয়া কাজল ॥

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের পুরাতন উত্তরপত্র বিক্রয় এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার বিভিন্ন উত্তরপত্র মুদ্রণ, স্টেশনারী ক্রয় এবং নির্মাণ কাজে মুখচেনা ব্যক্তিদের দিয়ে কাজ করানোর অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগে প্রকাশ, ব্যক্তিস্বার্থে কাজের মানের প্রতি তোয়াক্কা না করেই সরকারী অর্থের যথেচ্ছা ব্যবহার করা হচ্ছে। ব্যক্তিগত পরিচয়ই যোগ্যতার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। প্রতি বছর মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ব্যবহৃত উত্তরপত্র টেণ্ডারের মাধ্যমে বিক্রয়ের বিধান রয়েছে। প্রচলিত বিধি অনুযায়ী প্রথম বার আহবানকৃত

শেষ পৃঃ ৭-এর কঃ দেখুন

কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ড

প্রথম পৃষ্ঠার পর

টেণ্ডারে প্রয়োজনীয় সংখ্যক দরপত্র পাওয়া না গেলে পুনরায় টেণ্ডার আহবানের কথা। কিন্তু বিগত চেয়ারম্যানের আমলে দ্বিতীয় বার কোন টেণ্ডার আহবান না করেই পুরোনো ঢাকার একজন ব্যবসায়ীর কাছে প্রায় ১২শ' মণ ব্যবহৃত উত্তরপত্র বিক্রি করা হয়েছে। অভিযোগ রয়েছে, প্রথম বার অনেক উৎসাহী ব্যবসায়ী টেণ্ডার দাখিল করতে আসলে বিভিন্ন ভয়-ভীতির মাধ্যমে তাদের নিবৃত্ত করা হয়। বোর্ডের টেবুলেশন সীট মুদ্রণের ক্ষেত্রেও অনিয়মের অভিযোগ পাওয়া গেছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মূল উত্তরপত্র, অতিরিক্ত উত্তরপত্র এবং ব্যবহারিক উত্তরপত্র মুদ্রণের ক্ষেত্রেও প্রথম বার প্রয়োজনীয় সংখ্যক টেণ্ডার আহবান করা হয়নি। প্রায় ৩০ লাখ উত্তরপত্র পছন্দমত প্রেসকে দিয়ে ছাপানো হয়েছে। বোর্ডের টেবুলেশন সীট বিজি প্রেসে ছাপানোর জন্য প্রাক্তন চেয়ারম্যান পাঠালে বিজি প্রেসের অপারগতায় ঢাকাস্থ অন্য বেসরকারী প্রেসে প্রতিশত ২শ' ৪০ টাকা হারে মুদ্রণের জন্য প্রাক্তন চেয়ারম্যান অনুমতি দেন। কিন্তু বিজি প্রেসের নিয়ন্ত্রক যখন জানলেন যে, টেবুলেশন সীট বিজি প্রেসে ছাপানোর কথা নয় তখন ঐ সীট শতকরা ১শ' ৪০ টাকায় কুমিল্লায় মুদ্রণ করা হয়। টেবুলেশন সীট মুদ্রণে এই টালবাহানা রহস্যজনক।

বোর্ডের বিভিন্ন স্টেশনারী মালামাল কুমিল্লায় সহজলভ্য হওয়া সত্ত্বেও বিগত চেয়ারম্যান ঢাকাস্থ ভিলেজ ইণ্ডাস্ট্রী নামক একটি প্রতিষ্ঠান হতে তা ক্রয় করেন। এই প্রতিষ্ঠান দ্বিগুণ মূল্য গ্রহণ করে নীচু মানের দ্রব্য সরবরাহ করে বলে বোর্ডের জনৈক দায়িত্বশীল কর্মকর্তা লিখিত অভিযোগে জানিয়েছেন। বোর্ডের বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ড যেমন— ভবন নির্মাণ, মসজিদ নির্মাণ, স্টাফ কোয়ার্টার নির্মাণ, বোর্ডের ভেতর রাস্তা নির্মাণ, গ্রাস ফিটিং, গ্রিল ফিটিংসহ অন্যান্য কাজ-কর্মেও বিগত বছরগুলোতে যথাযথ দরপত্র আহবান ছাড়াই ব্যক্তিস্বার্থে নিজস্ব লোকজনের মারফত করানো হয়েছে বলেও দায়িত্বশীল এ সূত্রটি জানিয়েছে। বোর্ডের যাবতীয় কাজ-কর্মে এ ধরনের অনিয়ম ব্যাপক তদন্ত হলে প্রকৃত তথ্য উদঘাটন হবে বলে সূত্রটি আশা প্রকাশ করেছে। সূত্র মতে, কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের রন্ধ্রে রন্ধ্রে যে দুর্নীতি ও অনিয়ম ছড়িয়ে পড়েছে এ মুহূর্তে তার মূলোৎপাটন না করা হলে এ বিষবৃক্ষ ভবিষ্যতে আরও বড় ধরনের অনিয়মের পথ প্রশস্ত করবে।